দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি

ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত সময়োচিত, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহম্মদ হাবিবুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছেন, আপনারা আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতির শিকার হবেন না, বরং আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পথ-প্রদর্শক হবেন-এটাই দেশবাসী আপনাদের কাছে আশা করে। গত বৃহস্পতিবার ঢাকা ভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন বিশিষ্ট প্রফেসরকে সম্মাননা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব রহমান উপরোক্ত কথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টা দেশের সুপ্রাচীন ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে তাদের আদর্শহীন রাজনীতির শিকার না হওয়ার এবং আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পথ-প্রদর্শক হওয়ার জন্য যে-কথা বলেছেন, তা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিদ্যাপীঠের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্যও প্রযোজ্য এবং দিক-নির্দেশনামূলক বলে আমরা মনে করি। বস্তুত, প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে ও দিকদর্শনে ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে দেশবাসীর প্রত্যাশারই প্রতিফলন ঘটেছে।

কোনরূপ প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয়, বরং শিক্ষা বিস্তার এবং জ্ঞান-চর্চাই শিক্ষাঙ্গনের মূল দায়িত্ব ও করণীয়। ছাত্রদের প্রধান করণীয় তো হলো শিক্ষা অর্জন ও জ্ঞান-চর্চা। সর্বোচ্চ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালসমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকরা কোনরূপ দলীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বেনা, আদর্শহীন রাজনীতির শিকার হবে না, বরং অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান-সাধনার পাশাপাশি সমাজের সচেতন এবং অগ্রসর অংশ হিসাবে আদর্শভিত্তিক ও কল্যাণধর্মী রাজনীতির পথ-প্রদর্শক হবে-এটাই তো দেশবাসীর প্রত্যাশা। দেশের সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কাছে দেশবাসীর এই প্রত্যাশা আরো বেশি এ কারণে যে, এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে, দেশ ও সমাজের অগ্রযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমন্ডিত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা জনাব হাবিবুর রহমান তাঁর ভাষণে এই ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করে বলেছেন যে, সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারে, সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় মূল্যবান ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারে, প্রয়োজনে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও আন্দোলনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের অবদান আরও গৌরবোজ্জ্বল হয়, এটা দেশবাসীর প্রত্যাশিত হলেও, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তারা জড়িয়ে পড়ুন, আদর্শহীন রাজনীতির শিকার হোন, এটা কিছুতেই কাম্য নয়। এ কথা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে রাজনীতি শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে, শিক্ষাঙ্গনে ও সমাজে সন্ত্রাস ও হানাহানির জন্ম দেয়, রক্তপাত ঘটায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার অনিবার্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়-সে রাজনীতি কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য শিক্ষাঙ্গনেও রাজনৈতিক কোন্দল, দলাদলি, হানাহানির, রক্তপাতের-খুন-জখমের বহু মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে একথা বলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা যথার্থই বলেছেন যে, সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সমাজকে অবশ্যই সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন হতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে রাজনীতি চর্চার অনেক নেতিবাচক দিক ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠেছে। জনাব রহমান অত্যন্ত বাস্তব দিক তুলে ধরেছেন-যা ছাত্র-শিক্ষক এবং দেশবাসীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। এই প্রেক্ষিতে, এবং দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির স্বার্থে এটাই প্রত্যাশিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আদর্শহীন ও ক্ষতিকর রাজনীতির চর্চা বন্ধ হবে। ছাত্র-শিক্ষকরা আদর্শহীন, অসুস্থ ও